দৈনিক খবর

তারিখ ... ৩/৯/৯১ ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

117

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শিবির ম্যাটস হলের দখল ছাড়েনি ঃ পুলিশ নিষ্ক্রিয়

কুষ্টিয়া, ২রা সেপ্টেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতার ফোন)।– ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবিরের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর আজও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাটস ছাত্রাবাস শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা দখল করে রাখে। হলের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। তবে সর্বস্তরের জনগণ ও ছাত্রদের দাবী সত্ত্বেও পুলিশ তল্লাশী অভিযান শুরু করছে না।

গতকাল রাত সাড়ে বারোটা পর্যন্ত উপাচার্যের নিজস্ব কক্ষে সর্বদলীয়

২–এর পাতায় দেখুন

শিবির ম্যাটস হলের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা হয়েছে। বিএনপি ও জামায়াত পৃথকভাবে উপাচার্য অধ্যাপক আব্দুল হামিদের সাথে বৈঠক করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা উপাচার্যকে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাসমুক্ত করে এবং ম্যাটস ছাত্রাবাস থেকে শিবিরের সশস্ত্র বাহিনী বহিস্কারের পর ছাত্রদের সাথে আলোচনাক্রমে বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন বর্ষের ক্লাস চালু করার দাবী জানান। উপাচার্য আগামী ৭ই সেপ্টেম্বর ক্লাস চালু করার সিদ্ধান্তের কথা বলেন। আলোচনা সভায় জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার উপস্থিত ছিলেন।

আজ সকালে ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র শিবির ও ছাত্রদল পৃথক পৃথকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে মিছিল বের করে। বেলা সাড়ে ১১টায় ছাত্রলীগের একটি মিছিল ম্যাটস হলের পাশ দিয়ে যাবার সময় কয়েকটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। ছাত্ররা দাবী করেছে, হলে অবস্থানরত শিবিরের কর্মীরা তাদের উদ্দেশে বোমা নিক্ষেপ করেছে। এ সময় পুলিশ ছাত্রলীগের মিছিলে লাঠিচার্জ করে ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

আজ বেলা ৩ টায় উপাচার্য সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের সাথে এক আলোচনায় বসে। আগামীকাল জেলা প্রশাসন ছাত্রদের সাথে বসবে বলে জানা যায়। পুলিশ সুপার 'খবর' প্রতিনিধিকে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় অস্ত্রমুক্ত করার লক্ষ্যে পুলিশ তল্লাশী চালাবে। কিন্তু এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত পুলিশ অবরুদ্ধ ছাত্রাবাসে ঢুকেনি।

ছাত্র শিবির কর্তৃক ছাত্রলীগের কর্মীদের ওপর সশস্ত্র নগ্ন হামলার প্রতিবাদে আজ জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এডভোকেট আহসানউল্লাহ ও সাধারণ সম্পাদক আনোয়ার আলী যৌথভাবে বিবৃতি দিয়েছেন। অপরদিকে ছাত্র মৈত্রী, ছাত্রলীগ (না-শ), ছাত্রলীগ (হা-অ) এবং ছাত্রলীগ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা পৃথক পৃথক বিবৃতি দিয়েছে।

এদিকে আজও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। ছাত্ররা উপাচার্যের পদত্যাগ দাবী করে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে অবিলম্বে ম্যাটস থেকে সশস্ত্র শিবির কর্মীদের গ্রেফতার করার জোর দাবী জানানো হয়। তারা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এর অন্যথা হলে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তার জন্যে প্রশাসন দায়ী থাকবে।